যে অদৃশ্য ভয়
আমাকে তাড়া করে

ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ

সবুজপত্র

সূচিপত্র

	ভূমিকা	১৫
এক.	**তাক্বওয়া পরিচিতি**	২১
	মুত্তাক্বীর পরিচয়	২৩
	তাক্বওয়া অর্জনের গুরুত্ব	২৮
দুই.	**তাক্বওয়া অর্জনে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ**	২৯
	১. সকল মানুষকে তাক্বওয়ার নির্দেশ	২৯
	২. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতি তাক্বওয়ার নির্দেশ	৩০
	৩. উম্মতে মুহাম্মদের প্রতি তাক্বওয়ার নির্দেশ	৩১
	৪. মুমিনগণের প্রতি তাক্বওয়ার নির্দেশ	৩৪
	৫. সকল নবীদের তাক্বওয়ার নির্দেশ	৩৭
	৬. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাক্বওয়ার নির্দেশ	৩৮
তিন.	**তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য নবীগণের দাওয়াত**	৪০
	১. নবী নূহ আলাইহিস সালাম	৪০
	২. নবী হূদ আলাইহিস সালাম	৪১
	৩. নবী সালিহ আলাইহিস সালাম	৪২
	৪. নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম	৪২
	৫. নবী লূত আলাইহিস সালাম	৪৩
	৬. নবী শুআ'ইব আলাইহিস সালাম	৪৩
	৭. নবী ইলিয়াছ আলাইহিস সালাম	৪৪
	৮. নবী ঈসা আলাইহিস সালাম	৪৪
চার.	**তাক্বওয়া অর্জনে গুরুত্বারোপ**	৪৫
	১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ	৪৫
	২. তাক্বওয়া অর্জনে সাহাবী ও সালাফদের গুরুত্বারোপ	৫০
	৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাক্বওয়ার দু'আ	৫৪
পাঁচ.	**তাক্বওয়ার সুফল**	৫৬
	১. আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা	৫৯
	২. আল্লাহর নৈকট্য ও সাহায্য লাভ	৬২

[এক]

তাক্বওয়া পরিচিতি

আভিধানিক পরিচিতি

তাক্বওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো রক্ষা করা, ক্ষতিকর জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রাখা। যেমন, আরবরা বলে থাকে– وقيتُ الشيء أقيه (আমি বস্তুটিকে সংরক্ষণ করেছি। অর্থাৎ, ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়েছি।)[১]

مُتَّقِي (তাক্বওয়া অবলম্বনকারী বা আত্মরক্ষাকারী) শব্দটি تَقْوٰى শব্দের মূলধাতু وَقْيٌ থেকে নির্গত ভিন্ন অধ্যায়ের ক্রিয়ামূল اِتِّقَاءٌ (আত্মরক্ষা করা বা বেঁচে থাকা) শব্দের কর্তাপদ। অর্থাৎ, যে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয়ে তার নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে নিজকে বিরত রাখে, অপর অর্থে– জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষাকারী।[২]

শারঈ পরিচিতি

আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

اَلتَّقْوَى هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ

অর্থাৎ, তাক্বওয়া হলো, মহা-মহিম আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, আল-কুরআন অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং প্রস্থান দিবস তথা মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।[৩]

১. লিসানুল আরব- ৩/৯৭১-৯৭৩; আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব- ৪/৪০৩; তাফসীরুল ওয়াসীত- ১/৪০।
২. তাফসীরে রূহুল মাআ'নী- ১/১০৮।
৩. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- ১/৪২১।

উমর ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে তাক্বওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কখনও কাঁটাযুক্ত পথে হেঁটেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন আপনি কী করেন?' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, 'জামা গুটিয়ে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।' উবাই বললেন, 'এর নামই তাক্বওয়া'।[১]

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরিপূর্ণ তাক্বওয়া হলো, আল্লাহকে এত বেশি পরিমাণ ভয় করা, যার ফলে নূন্যতম গুনাহ করা তো দূরের কথা, সন্দেহজনক হালাল কাজ থেকেও বেঁচে থাকা হয়। যেমন- আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨﴾

"যে অণু পরিমাণও সৎকাজ করেছে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণও পাপকাজ করেছে সেও তা দেখতে পাবে।"[২]

তাই কোনো সৎকাজকেই ছোট ভেবে ছেড়ে দিও না। আবার কোনো পাপকাজকেই ছোট ভেবে জড়িয়ে পড়ো না।[৩]

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শরীআতের পরিভাষায় তাক্বওয়া বলা হয়, পাপের প্রতি উৎসাহিতকারী ভাবনা থেকে অন্তরকে বিরত রাখা। যা প্রকাশ পেয়ে থাকে শরীআত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অবৈধ বিষয়সমূহ বর্জনের মাধ্যমে।[৪]

তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে শায়েখ ইবনু 'আশূর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর সকল নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। যাবতীয় কবীরা গুনাহ (বড় পাপ) থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা এবং প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যেকোনো সগীরা গুনাহ (ছোট পাপ)-এর ব্যাপারে শিথিলতা করে জড়িয়ে না পড়া। এক কথায় যে কাজই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি টেনে আনার কারণ হয়, সেসব থেকে দূরে থাকা।[৫]

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে না, মন্দকাজ পরিত্যাগ করে না এবং নিজের মুখকে অশ্লীল কথা থেকে, চোখকে নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা থেকে, কানকে গীবত-চোগলখুরীসহ অন্যায় কথা শ্রবণ করা থেকে এবং হাত-পা-কে অপব্যবহার থেকে বিরত রাখে না, সে মুত্তাক্বী নয়।

শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাক্বওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা। তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলা। নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে

---

১. তাফসীরে কুরতুবী- ১/১৬১-১৬২।
২. সূরা ৯৯; আয-যিলযাল ৭-৮।
৩. কিতাবুয যুহ্দ- ২/১৯।
৪. আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন: ৫৩০-৫৩১।
৫. তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর- ১/২২৬।

[দুই]

তাক্বওয়া অর্জনে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

তাক্বওয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণের সমষ্টি। যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে নিয়েছে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং হিদায়াতের আলোয় নিজের জীবন উদ্ভাসিত করে নিয়েছে। আল-কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানবজাতিকে তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো;

১. সকল মানুষকে তাক্বওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের বহু আয়াতে তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; কোথাও সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে, কোথাও শুধু মুমিনদেরকে সম্বোধন করে, কোথাও নম্রভাবে, কোথাও ধমকের স্বরে, আর কোথাও সতর্ক করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাক্বওয়া অবলম্বন ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় নেই। কেননা, তিনি সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এসবের পুঙ্খনুপুঙ্খ হিসাব তিনি নিবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন,

অতঃপর সেই দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা পুরো মানবজাতিকে সম্বোধন করে তাক্বওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং এখানে দুইবার তাক্বওয়ার উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে সতর্ক করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি এমনিতেই মানুষদেরকে ছেড়ে রাখেননি; বরং তাদের সকল কাজ-কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"হে মানবমণ্ডলী! 'তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (পরহেযগার) হতে পার।"[২]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ﴾

"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"[৩]

শায়েখ আলী সাবূনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি সম্বোধন যে, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো।" কোনো কোনো আলেম তাক্বওয়ার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, "আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে তাঁর নিষেধকৃত স্থানে উপস্থিত না দেখেন এবং তাঁর আদিষ্ট স্থানে অনুপস্থিত না পান।"[৪]

২. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতি তাক্বওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকলে আত্মশুদ্ধি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়। মহান, আল্লাহ আমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো, তিনি যেন প্রয়োজন ও

---

১. সূরা ৪; আন-নিসা ১।
২. সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২১।
৩. সূরা ২২; আল-হজ্জ ১।
৪. ছফওয়াতুত তাফাসীর- ২/২৫৭।

[তিন]

তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য নবীগণের দাওয়াত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মাঝে নবীদের প্রেরণ করেছেন তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দেয়ার জন্য। নবীগণ সে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযথভাবে। তাওহীদ বা একত্ববাদের একটি অংশ হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। নবীগণ স্বীয় উম্মতকে তাক্বওয়ার প্রতি আহ্বান করেছেন। কুরআনে সে সকল ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। নিম্নে সম্মানিত কয়েকজন নবীর নামসহ সেসকল ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

১. নবী নূহ আলাইহিস সালাম

নবী নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় উম্মতকে যে তাক্বওয়া অবলম্বনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, আল-কুরআনে সে ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾﴾

"নূহের কওম রাসূলগণকে মিথ্যে বলে প্রত্যাখান করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং, তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের

কাছেই আছে। সুতরাং, তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো।"[১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴾

"আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই, তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না?"[২]

২. নবী হূদ আলাইহিস সালাম

নবী হূদ আলাইহিস সালাম স্বীয় উম্মতকে যে তাক্বওয়া অবলম্বনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, আল-কুরআনে সে ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٢٣ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٢٤ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٢٥ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٢٦ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٢٧ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝١٢٨ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝١٢٩ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝١٣٠ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٣١ وَاتَّقُوا الَّذِيْۤ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝١٣٢﴾

"আদ জাতি রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তোমাদের জন্য (প্রেরিত) এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং, আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো। আর এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান আছে কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরদিন থাকবে? আর যখন তোমরা (দুর্বল শ্রেণীর লোকদের উপর) আঘাত হান, তখন আঘাত হান নিষ্ঠুর মালিকের মতো। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে মান্য করো। ভয় করো তাঁকে যিনি তোমাদেরকে যাবতীয় বস্তু দান করেছেন যেমনটি তোমাদের জানা আছে।"[৩]

---

১. সূরা ২৬; আশ-শুআ'রা ১০৫-১১০।
২. সূরা ২৩; আল-মুমিনূন ২৩।
৩. সূরা ২৬; আশ-শুআ'রা ১২৩-১৩২।

[চার]

তাক্বওয়া অর্জনের গুরুত্বারোপ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে অধিক পরিমাণে তাক্বওয়া অবলম্বন করার জোর নির্দেশ দিতেন। আবূ যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

«اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

"তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভালো কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর।"[১]

হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্রের বর্ণনা একসাথে দিয়েছেন। কেননা, তাক্বওয়া আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন করে দেয়। আর উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে বান্দাহ ও সকল সৃষ্টিজীবের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধিত হয়ে যায়।"[২]

১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ

সাহাবী ইরবায ইবনু সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার পর

১. তিরমিযী: ১৯৮৭, হাসান সহীহ্।
২. আল-ফাওয়ায়েদ: ৬৯।

আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কিছু উপদেশ দিলেন, যার ফলে চক্ষুসমূহ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকল এবং অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। জনৈক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো বিদায়ী ব্যক্তির উপদেশের মতো মনে হচ্ছে। তাহলে আপনি আমাদেরকে কোন্ জিনিসের দায়িত্ব অর্পণ করছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا»

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন এবং (শাসকের আদেশ) শোনা ও মানার জোর নির্দেশ করছি। যদি সেই শাসক হাবশী ক্রীতদাসও হয়ে থাকে।"[১]

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি,

«اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»

"তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, তোমরা রমযান মাসের সিয়াম পালন করো, তোমাদের সম্পদের যাকাত দাও, তোমাদের শাসনকর্তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।"[২]

নু'মান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»

"তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং নিজেদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।"[৩]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ»

"নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।"[৪]

---

১. আবু দাউদ: ৩৮৫১ সহীহ।
২. তিরমিযী: ৬১৬, সহীহ্।
৩. সহীহ বুখারী: ২৫৮৭; সহীহ্ মুসলিম: ৬২৩।
৪. সহীহ্ মুসলিম: ১২১৮।

[নয়]

তাক্বওয়া অর্জনে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা

তাক্বওয়া অর্জনে বাধা হয় এমন কতিপয় কর্মকাণ্ড-ও অনেক আমল মানুষ করে থাকে। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি ফরয প্রতিপালন করার পাশাপাশি এমন অনেক কাজ মানুষ সম্পাদন করে, যাতে তার তাক্বওয়ার ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে তার তাক্বওয়াহীনতাই প্রমাণিত হয়। এ ধরনের কতিপয় কর্মকাণ্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের বিধানের বিরোধিতা করা

আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিধান দিয়েছেন, তার বিরোধিতা করা। যেমন- সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ আদায় না করা এবং যিনা-ব্যভিচার, পর্দাহীনতা, সুদ-ঘুষ, আমানতহীনতা, মিথ্যাচারসহ বিভিন্ন পাপাচারে নিমজ্জিত থাকা। আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মতে বিচার-ফায়সালা না করা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যাপারের নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছেড়ে বিজাতীয় আদর্শ অনুযায়ী ক্ষমতা লাভের তৎপরতা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা ইত্যাদি। ব্যক্তি নিজের কায়েমি স্বার্থ হাছিলের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করা। দুনিয়ার লোভ-লালসায় জড়িয়ে পড়ে রাসূলের সুন্নাহ পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজেরা নিজেদের জন্য গাইড লাইন তৈরি করা।

২. ইবাদাতে অমনোযোগিতা

ইসলামের ফরয বিধি-বিধান পালনে যথাযথভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা অনুসরণ না করা। দুনিয়ার বাহবা, জশখ্যাতির জন্য যাকাত-হাজ্জ, ওমরাহ, দান-সাদাকাহসহ ইবাদাত করা। নফল ইবাদাত করে মানুষের নিকট বলে বেড়ানো, এর মাধ্যমে অন্তর থেকে তাক্বওয়া চলে যায়। ইবাদাতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদাত করার জন্য।"[১]

আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, ইবাদাতে সময় ব্যয় করার মতো কোনো সুযোগ তার থাকে না। কখনও কখনও সালাত-সিয়াম আদায় করলেও তা উদাসীনভাবে করে কিংবা একে আবশ্যক মনে করে না। এটা তাক্বওয়াহীনতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

সূরা আল-মু'মিনূনের শুরুতে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার যে সকল গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো খুশূ-খুযূ (বিনয়-নম্রতা) রক্ষা করে সালাত আদায় করা। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ﴾

"যারা নিজেদের সালাতে বিনীত-ভীত।"[২]

সালাতে খুশূ' বলতে বিনয়, বিনম্রতা ও একাগ্রতা হওয়া বুঝায়। খুশূ'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীআতের পরিভাষায়, সালাত আদায়ে আন্তরিক স্থিরতা থাকা। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনা অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন, বিনয় ও গাম্ভীর্যভাব বজায় রাখা। অন্তরের খুশূ' হয়, যখন কারো ভয়ে বা দাপটে অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আর দেহের খুশূ' এভাবে প্রকাশ পায় যে, কারো সামনে গেলে তার মাথা নিচু হয়ে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে পড়ে, চোখের দৃষ্টি নত হয়ে আসে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে যায়। অনুরূপ মন ও দেহের সামষ্টিক খুশূর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে।

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ مُقْبِلٌ عَلَى الْعَبْدِ فِيْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ»

"সালাতের সময় আল্লাহ তাআলা বান্দাহর প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ না সালাত আদায়কারী অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে। যখন সে অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।"[৩]

---

১. সূরা ৫১: আয-যারিয়াত ৫৬।
২. সূরা ২৩: মু'মিনূন ২।
৩. নাসায়ী: ৫২৭; আবূ দাউদ: ৯১০।

[দশ]

তাক্বওয়া অর্জনের উপায়

তাক্বওয়া অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহ্যিক আমল দ্বারা সম্ভব নয়; বরং তা অর্জিত হয় অন্তরে সদা আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর মহত্ত্বকে বিদ্যমান রাখার মাধ্যমে। সুতরাং, তাক্বওয়া অর্জন করতে চাইলে প্রথমেই অন্তর পরিশুদ্ধ করা আবশ্যক। সেই সাথে বাহ্যিক আমল সংশোধন করাও আবশ্যক। আর মানুষ যদি নিম্নোক্ত কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে মুত্তাক্বী হতে পারবে, ইনশা-আল্লাহ!

১. আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করা

সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিনের কর্তব্য। তেমনি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য আল্লাহর সহায়তা প্রার্থনা করা অতীব প্রয়োজন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকটে এ দু'আ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَ الْغِنَى»

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাক্বওয়া, নৈতিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা বা অন্যের অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُ بكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِیْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا

وَمَوْلَاهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِن عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا»

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তাক্বওয়া দান করুন, একে পবিত্র করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, আপনি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এমন ইলম হতে যা উপকারে আসে না। এমন অন্তর হতে যা ভয় করে না। এমন আত্মা হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং এমন দু'আ হতে যা কবুল হয় না।"[১] সফরের দু'আয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى»

"হে আল্লাহ! আমরা এ সফরে আপনার নিকট কল্যাণ ও তাক্বওয়া চাই। আর আপনার পছন্দনীয় আমল চাই।"[২]

উল্লিখিত দু'আ ছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সার্বক্ষণিক মহান মা'বুদের দরবারে তাক্বওয়া অর্জনের জন্য ফরিয়াদ করতেন। সাহাবীদেরকেও প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলতে নির্দেশ দিতেন।

২. তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

ঈমানের অন্যতম রুকন হচ্ছে তাক্বদীরে বিশ্বাস। জগত সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নির্ধারণ করে স্বীয় দফতর লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ বিশ্বাসই তাক্বদীরে বিশ্বাস। এর বিপরীত বিশ্বাস বা ধারণা করা হলো ঈমানবিরোধী।

তাক্বদীর কী? 'তাক্বদীর' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করা। শারঈ পরিভাষায় তাক্বদীর হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় নির্ধারণ করা। আল্লামা সা'দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوجَدُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ

---

১. সহীহ মুসলিম: ২৭২২; নাসাঈ: ৫৪৫৮; মিশকাত: ২৪৬০।
২. সহীহ মুসলিম: ১৩৪২; আবু দাউদ: ২৬০১।